# বিশ্ব ভালবাসা দিবস নাকি বিশ্ব বেহায়া দিবস?

## (এ দিবসের জন্মকথা ও শারঈ বিশ্লেষণ)


**রচনায়**

**মাক্বছুদুর রহমান বিন তৈয়বুর রহমান**

ডি.এইচ (ফার্স্ট ক্লাস), বি.এসসি (অনার্স), এম.এসসি (গণিত)
পরিচালক, টেকনিক প্লাস, রাজশাহী।
শিক্ষক, মাদ্‌রাসা ইশাআতুল ইসলাম আস-সালাফিয়্যাহ্
রাণীবাজার, রাজশাহী।

**সম্পাদনায়**

**যায়নুল আবেদীন বিন নু'মান**

ডি.এইচ (ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট), বি.এ (অনার্স), এম.এ (রা.বি)
শিক্ষক, মাদ্‌রাসা ইশাআতুল ইসলাম আস-সালাফিয়্যাহ্
রাণীবাজার, রাজশাহী।



**পরিবেশনায়**

**ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী**

রাণীবাজার, রাজশাহী। ০১৭০৮-৫২৪-৫২৫

**প্রকাশনায়**

**ইখলাস পাবলিকেশন্স**

রাজশাহী। মোবা: ০১৭৫২-২৮৪৮৭৯

**নির্ধারিত মূল্য: ১৫ টাকা।**

# সূচীপত্র

১. ভূমিকা - ০৩
২. **ভালোবাসার বিভিন্ন ধরণ - ০৪**
- আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা - ০৪
- রসূল ﷺ এর প্রতি ভালোবাসা - ০৫
- সকলের প্রতি ভালোবাসা - ০৬
- শিশুদের প্রতি ভালোবাসা - ০৯

৩. বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের বর্তমান চিত্র - ১৩
৪. **ভ্যালেন্টাইন দিবসের ইতিহাস - ১৪**
৫. ঘটনা পর্যালোচনা - ১৬
৬. বাংলাদেশে এর প্রচলন - ১৭
৭. ভালোবাসা দিবসে পশ্চিমা দেশ - ১৮
৮. ভালোবাসা দিবসে বাংলাদেশ - ১৯
৯. পশ্চিমা দেশগুলোর প্রকৃত অবস্থা - ২০
১০. গান-বাজনা - ২১
১১. এ দিবসের সর্বনিকৃষ্ট কাজ - ২২
১২. **বোন তোমাকে বলছি! - ২৩**
১৩. **ভাই তোমাকে বলছি! - ২৬**
১৪. অভিভাবকদের জন্য সতর্কবাণী!
১৫. শ্রদ্ধেয় শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন (রহ.) এর ফতোয়া। - ৩১
১৬. সমাপনী - ৩২
১৭. তথ্যসূত্র - ৩২

# ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَه وَ عَلَى اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِيْنَ وَ قَالَ تَعَالى ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأنعام: ١٥١] وَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ- [سنن أبي داود:٤٠٣١]

ইংরেজী ‘Love’, বাংলা ‘ভালোবাসা’ ও আরবী (محبة) ‘মাহাব্বাত’ একটি হৃদয় ঘটিত কর্ম। পানাহার, দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি কর্মের মত ভালোবাসা ইসলামের দৃষ্টিতে কখনো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত আবার কখনো কঠিন নিষিদ্ধ হারাম কর্ম। এ নিষদ্ধ কর্মের একটি হচ্ছে নারী ও পুরুষের জৈবিক ভালোবাসা তথা অবৈধ প্রণয়। সারা বিশ্বে অবৈধ প্রণয় বা ভালোবাসাকে পবিত্র করার জন্য, অবৈধ প্রেমে যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী ও কিশোর-কিশোরীকে অনুপ্রাণিত করার জন্য পৃথিবীর নৈতিক চরিত্রের শত্রু, ব্যভিচারের ঠিকাদারেরা এবং আন্তর্জাতিক বেনিয়া সম্রাজ্যবাদীরা যেমন প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য নানা প্রচার মাধ্যম, রংমহল, পার্ক, সমুদ্র- সৈকত, ঝিল ও উপবন প্রভৃতি রচনা করে রেখেছে, ঠিক তেমনি রচনা করেছে অবৈধ প্রেম বৈধ করার বিভিন্ন আইন-কানুন, তৈরি করেছে প্রেম প্রকাশ করার ও ঝালিয়ে নেওয়ার মত স্মারক দিবস। “ভালোবাসা দিবস” এমনি একটি দিবস। একে ওদের ভাষায় ‘ভ্যালেন্টাইন ডে’ বলে। মূলত খৃষ্ট ধর্মের লোকেরা এ অনুষ্ঠান চালু ও পালন করে থাকে। কেননা এ ধর্মের মূলনীতি হলো ঈশ্বরের মর্যাদা রক্ষার জন্য যত খুশি মিথ্যা বলা। প্রয়োজন মত যত ইচ্ছা পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে এবং মিথ্যা বলে মানুষকে খৃষ্টান বানাও। পৌল নিজেই বলেছেন, For if the truth of God hat more abounded through my lie unto his glory; why yet am i also judged as a sinner?

অর্থাৎ ‘আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিইবা এখন পাপি বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন? *(বাইবেল, রোমান ৩/৭)*

তবে বর্তমানে খৃষ্টানদের পাশাপাশি ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে মুসলিম জাতীসহ গোটা বিশ্ব আজ এ দিবসের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত। নিজেদের স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্যকে ভুলে গিয়ে, ধর্মীয় অনুশাসনকে উপেক্ষা করে যে সমস্ত মুসলিম ভাই-বোন আজকে প্রগতিশীল হওয়ার চেষ্টা করছে, সে সমস্ত মুসলিম ভাই-বোনকে এ বিজাতীয় সংস্কৃতির পাপরুদ্ধ লাঞ্ছনাময় জীবন থেকে ফিরে আসার আহ্বান নিয়ে আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস।

## ভালোবাসার বিভিন্ন ধরণ

ভালোবাসা পবিত্র ও পূণ্যময়। এ পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে ভালোবাসা তথা দয়া-মায়া-মমতা আছে। নির্দোষ ও পরিশীলিত ভালোবাসা আমাদের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ মসৃণ করে। সৃষ্ট জীবের প্রতি বিশেষ এবং পিতামাতা ও আল্লাহ-রসূলের প্রতি সবিশেষ ভালোবাসা ছাড়া ঈমান পূর্ণতা লাভ করে না। ভালোবাসা বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। নিম্নে কিছু ভালোবাসার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো :

### ১. আল্লাহর জন্য ভালোবাসা :

বিভীষিকাময় রোজ কিয়ামতে যখন সূর্য মাথার হাতখানেক ওপর থেকে অগ্নি বর্ষণ করতে থাকবে, প্রখর তাপে মাথার মগজ গলে পড়বে, তখন সাত শ্রেণীর লোক মহান প্রভাবশালী আল্লাহর আরশের সুশীতল ছায়াতলে স্থান পাবে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো ওই দুই ব্যক্তি যারা শুধু আল্লাহর জন্যই একে অপরকে ভালোবাসে, তাঁর জন্য মিলিত হয় আবার তাঁর জন্যই বিচ্ছিন্ন হয়। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,

**عَنْ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ "

"যে দিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না সে দিন আল্লাহ তা'আলা সাত শ্রেণীর মানুষকে সে ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক। (২) যে যুবক আল্লাহর ইবাদতের ভিতর গড়ে উঠেছে। (৩) যার অন্তরের সম্পর্ক সর্বদা মাসজিদের সাথে থাকে। (৪) আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে যে দু'ব্যক্তি পরস্পর মহব্বত রাখে, উভয়ে একত্রিত হয় সেই মহব্বতের উপর আর পৃথক হয় সেই মহব্বতের উপর। (৫) এমন ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী (অবৈধ মিলনের জন্য) আহ্বান জানিয়েছে। তখন সে বলেছে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। (৬) যে ব্যক্তি গোপনে এমনভাবে সদাকাহ করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারে না। (৭) যে

ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাতে আল্লাহর ভয়ে তার চোখ হতে অশ্রু বের হয়ে পড়ে।" *(সহীহুল বুখারী, অধ্যায় : ডান হাতে সদাকাহ প্রদান করা, হা/১৪২৩, ৬৬০, ৬৮০৬, ইফা. হা/১৩৩৭, আপ্র. হা/১৩৩১, সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: গোপনে দান করার ফাযীলাত, হা/১০৩১, জামে' আত-তিরমিযী, হা/২৩৯১, সুনান আন-নাসাঈ, হা/৫৩৮০, মিশকাত, হা/৭০১)*

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,

**عَنْ** أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: «أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي، الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي»

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামতের দিন বলবেন কোথায় আমার মর্যাদার প্রতি মহব্বতকারীরা, আজকের দিন আমি তাদেরকে আমার আপন ছায়া তলে ছায়া দান করব।" *(সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার ফাযীলাত, হা/২৫৬৬, সুনান আদ-দারেমী, হা/২৭৯৯, মিশকাত, হা/৫০০৬)*

## রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ভালোবাসা :

সর্ব শ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ভালোবাসার গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

**﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾**

"(হে নাবী) তুমি বলে দাও, 'যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালোবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। *(সূরা আল-ইমরান-৩:৩১)*

অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআ'লার ভালোবাসা পাওয়ার আগেই প্রিয় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে চরম ভালোবাসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর প্রতি ভালোবাসা ছাড়া আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,

**عَنْ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ»

"সেই আল্লাহর শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা ও

সন্তানাদির চেয়ে অধিক ভালোবাসার পাত্র হই।” *(সহীহুল বুখারী, অধ্যায় : আল্লাহর রসূল ﷺ কে ভালোবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, হা/১৪, ইফা. হা/১৩, আপ্র. হা/১৩, সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: রাসূল এর প্রতি ভালোবাসার আবশ্যকতা, হা/৪৪, সুনান আন-নাসাঈ, হা/৫০১৩, সুনান ইবনে মাজাহ, হা/৬৭, মিশকাত, হা/৬)*

অপর বর্ণনায় রয়েছে, আনাস ইবন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

“তোমাদের কেউ প্রকৃত মু’মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হই।” *(সহীহুল বুখারী, অধ্যায় : **আল্লাহর রসূল ﷺ কে ভালোবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত**, হা/১৫, ইফা. হা/১৪, আপ্র. হা/১৪, সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: রাসূল ﷺ এর প্রতি ভালোবাসার আবশ্যকতা, হা/৪৪, মুসানাদে আহমাদ হা/১২৮১৪)*

## ০২ সকলের প্রতি ভালোবাসা :

ইসলামে শুধু নিজেকে নয়; অন্যদেরও ভালোবাসতে বলা হয়েছে। প্রতিবেশীসহ সকল মুসলিম ভাইকে ভালোবাসার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। একে অন্যকে ভালোবাসার এ অবিশ্বাস্য চেতনা ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও নেই। ভালোবাসার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, একে অপরের প্রতি ভালোবাসার প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন,

﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ﴾

“মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়। *(সূরা আল-ফাতহ-৪৮: ২৯)*

অন্য ভাইকে ভালোবেসে তার সার্বিক কল্যাণ ও শুভ কামনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ - أَوْ قَالَ: لِجَارِهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ "

“তোমাদের মধ্যে কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না সে তার ভাই অথবা তিনি বলেছেন নিজের প্রতিবেশির জন্য তাই পছন্দ করে যা পছন্দ করে সে নিজের জন্য। *(সহীহুল বুখারী, অধ্যায় : আল্লাহর রসূল ﷺ কে ভালোবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, হা/১৩, ইফা. হা/১২, আপ্র. হা/১২, সহীহ মুসলিম, হা/৪৫, জামে‘ আত-তিরমিযী, হা/২৫১৫, সুনান আন-নাসাঈ, হা/৫০১৭, সুনান ইবনে মাজাহ, হা/৬৬, সুনান দারেমী, হা/২৭৮২ মিশকাত, অধ্যায়: দয়া ও ভালোবাসা, হা/৪৯৬১)*

ইসলাম শুধু অন্যকে ভালোবাসার কথাই বলেনি, নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যক্তি স্বার্থের উর্দ্ধে থেকে ভালোবাসার শিক্ষা দিয়েছে। আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,

**عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ، بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ، مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ "**

"তিনটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান, সে ঈমানের স্বাদ পায় (১) যার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রসূল অন্য সকল বস্তু হতে অধিক প্রিয়; (২) যে একমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য কোন বান্দাকে ভালবাসে এবং (৩) আল্লাহ্ তা'আলা কুফর হতে মুক্তি প্রদানের পর যে কুফর-এ প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মতোই অপছন্দ করে। *(সহীহুল বুখারী, অধ্যায় : কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করাকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার ন্যায় অপছন্দ করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, হা/২১, ১৬, ইফা. হা/২০, আপ্র. হা/২০, সহীহ মুসলিম, হা/৪৩, জামে' আত-তিরমিযী, হা/২৬২৪, সুনান আন-নাসাঈ, হা/৪৯৮৮, সুনান ইবনে মাজাহ, হা/৪০৩৩, মিশকাত, হা/৮*

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,

**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، " أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ، عَلَى مَدْرَجَتِهِ، مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ "**

"এক ব্যক্তি তার এক ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে অন্য জনপদে গেল। পথিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা তার কাছে এসে বললেন, কোথায় চললে তুমি? বললেন, এ গ্রামে আমার এক ভাই আছে, তার সাক্ষাতে চলেছি। তিনি বললেন, তার উপর কি তোমার এমন কোনো নেয়ামত আছে যার প্রতিপালন প্রয়োজন? তিনি বললেন, না। তবে এতটুকু যে আমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। তিনি বললেন, আমি তোমার কাছে আল্লাহর বার্তাবাহক হিসেবে এসেছি। আল্লাহ তোমাকে বার্তা জানিয়েছেন যে তিনি তোমাকে ভালোবাসেন যেমন তুমি

তাকে তাঁর জন্য ভালোবাসো।" *(সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার ফাযীলাত, হা/২৫৬৭, মিশকাত, হা/৫০০৭)*

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,

**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ»**

"যার হাতে আমার প্রাণ, তার কসম। তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না পরিপূর্ণ মু'মিন হবে। আর তোমরা পূর্ণ মু'মিন হবে না যতক্ষণ না একে অপরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন জিনিসের কথা বলে দেব না, যা অবলম্বন করলে তোমাদের পরস্পর ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? (তা হলো) তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।" *(সহীহ মুসলিম, হা/৫৪, মিশকাত, অধ্যায়: সালাম প্রদান, হা/৪৬৩১)*

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্তে সৃষ্টজীব বিশেষভাবে মানবসেবার প্রতি গুরুত্বারোপ করে অসংখ্য বাণী বিবৃত হয়েছে। যেমন-

**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ»،**

"যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের পার্থিব কষ্টসমূহ থেকে কোনো কষ্ট দূর করবে কিয়ামতের কষ্টসমূহ থেকে আল্লাহ তার একটি কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবীকে দুনিয়াতে ছাড় দেবে আল্লাহ তাআ'লা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে ছাড় দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তাআ'লা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ তাআ'লা বান্দার সাহায্য করেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্য করে। আর যে কেউ ইলম অর্জনের কোন পথ দেখাবে, আল্লাহ তাকে এর কারণে

জান্নাতের দিকে একটি পথ সুগম করে দিবেন, কিছু লোক যখন আল্লাহর কোন ঘরে বসে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে এবং তা নিয়ে পরস্পর পাঠ করে তখনই সেখানে প্রশান্তি নাযিল করা হয়, রহমত তাদের ঢেকে যায়, আর ফেরেশতা তাদের ঘিরে থাকে এবং আল্লাহ তাঁর কাছে যারা আছে তাদের কাছে এদেরকে স্মরণ করেন, আর যার আমল তাকে ধীর করেছে তাকে তার বংশ দ্রুত করবে না।" *(সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: একত্রিত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত ও যিক্‌র করার ফাযীলাত: হা/২৬৯৯, সুনান আবু দাউদ, হা/৪৯৪৬, জামে' আত-তিরমিযী, অধ্যায়: মুসলামানের কোন বিষয় গোপন করা, হা/১৪২৫, সুনান ইবনে মাজাহ, হা/২২৫, মিশকাত, অধ্যায়: বিদ্যার্জন, হা/২০৪)*

মুসলিম ভাইকে সাহায্য করার ব্যাপারে ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,

**عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ**

"তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে যালিম হোক অথবা মাযলুম। তিনি (আনাস) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাযলুমকে সাহায্য করব, তা তো বুঝলাম। কিন্তু যালিমকে কি করে সাহায্য করব? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি তার হাত ধরে তাকে বিরত রাখবে। (অর্থাৎ তাকে যুলুম করতে দিবে না)।" *(সহীহুল বুখারী, অধ্যায় : তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত।, হা/২৪৪৪, ইফা. হা/২২৮২ হা/২২৬৫, মিশকাত, হা/৪৯৫৭)*

অর্থাৎ তুমি তোমার ভাইকে সর্বাবস্থায় সাহায্য করবে। যদি সে যালিম হয় তাহলে জুলুম থেকে তার হাত টেনে ধরবে এবং তাকে বাধা দেবে। আর যদি সে মাযলুম হয় তাহলে সম্ভব হলে তাকে সাহায্য করবে। যদিও একটি বাক্য দ্বারা হয়। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে অন্তর দিয়ে। আর এটি সবচেয়ে দুর্বল ঈমান। *(সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান অস্বীকার করার নিষেধাজ্ঞা ও ঈমান বাড়ে-কমে: হা/৪৯, সুনান আবু দাউদ, হা/৪৩৪০, জামে' আত-তিরমিযী, হা/২১৭২, সুনান আন-নাসাঈ, হা/৫০২৪, মিশকাত, হা/৫১৩৭)*

## ২. শিশুদের প্রতি ভালোবাসা

মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সকল স্থানেই রয়েছে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উত্তম আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর ভালোবাসা আর সুন্দর আচরণ দিয়ে যুবক, বৃদ্ধ সবাইকে তিনি দিয়েছেন দ্বীনের দাওয়াত, শিখিয়েছেন প্রয়োজনীয় সব বিষয়, উপনীত হয়েছেন তিনি সকল ক্ষেত্রে মানবতার পূর্ণ শিখরে; এ মহৎ গুণের মধ্যে রয়েছে শিশুদের প্রতি তাঁর সুন্দর আচার-ব্যবহার, যাতে রয়েছে

সকলের জন্য আদর্শ। শিশুদের সাথে রসূলুলাহ ﷺ এর সোহাগ ও কৌতুকের কিছু দৃষ্টান্ত সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে তুলে ধরা হলো :

জাবের বিন সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الأُولَى ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّىْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا قَالَ وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدِّى قَالَ فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ.

"আমি রসূল ﷺ এর সাথে ফযরের সলাত পড়লাম অতঃপর তিনি বাড়ির দিকে বের হলেন আমিও তার সাথে বের হলাম। পথিমধ্যে তার সাথে কিছু বাচ্চাদের সাক্ষাৎ হল। তিনি তাদের এক এক করে প্রত্যেকের উভয় গালে হাত বুলাতে লাগলেন। মাহমুদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তিনি আমার উভয় গালে হাত বুলালেন আমি তার হাতের হিম শীতল সুগন্ধি উপলব্ধি করলাম। যেন তার হাতের সাথে সুগন্ধি ব্যবসায়ীর সামগ্রীর ছোঁয়া লেগেছে।" *(সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান অস্বীকার করার নিষেধাজ্ঞা ও ঈমান বাড়ে-কমে: হা/২৩২৯, মিশকাত, হা/৫৭৮৯)*

**উসামার প্রতি রসূল ﷺ এর ভালোবাসা:** উসামা ইবন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْأُخْرَى ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا

"রসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ধরে তার এক রানে বসাতেন আর হাসানকে বসাতেন অন্য রানে। অতঃপর তাদের একত্র করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করো, কেননা আমি তাদের প্রতি দয়া করি। *(সহীহুল বুখারী, অধ্যায়: শিশুকে রানের উপর স্থাপন করা, হা/৬০০৩, ইফা. হা/৫৪৬৪, আপ্র. হা/৫৫৬৮, মিশকাত, হা/৬১৪০)*

অন্য বর্ণনায় এসেছে ,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَحِبَّهُمَا فَإِنِّي أُحِبُّهُمَا

"উসামাহ বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ তাঁকে এবং হাসান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে এক সঙ্গে তুলে নিতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ্! তুমি এদেরকে ভালোবাস। কেননা আমিও এদেরকে ভালোবাসি।" *(সহীহুল বুখারী, অধ্যায়: উসামাহ ইবনু যায়দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর উল্লেখ, হা/৩৭৩৫, ৩৭৪৭, ৬০০৩, ইফা. হা/৩৪৬৪, আপ্র. হা/৩৪৫৬, মিশকাত, হা/৬১৪০)*

**হাসান-হুসাইন এর সাথে রসূল ﷺ এর আদরপূর্ণ ব্যবহারের নমুনা।**

আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

"রসূলুল্লাহ ﷺ একদা হাসান ইবনু 'আলীকে চুম্বন করেন। সে সময় তাঁর নিকট আক্‌রা' ইবনু হাবিস তামীমী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উপবিষ্ট ছিলেন। আক্‌রা' ইবনু হাবিস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন ঃ আমার দশটি পুত্র আছে, আমি তাদের কাউকেই কোন দিন চুম্বন দেইনি। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পানে তাকালেন, অতঃপর বললেন ঃ যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না। *(সহীহুল বুখারী, অধ্যায়: সন্তানকে আদর-স্নেহ করা, চুমু দেয়া ও আলিঙ্গণ করা, হা/৫৯৭৭, ইফা. হা/৫৪৫৮, মুসলিম ৪৩/১৫, হা/২৩১৮, মুসনাদে আহমাদ, হা/৭২৯৩, মিশকাত, হা/৪৬৭৮ ।)*

উম্মুল মুমিনীন আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ

"আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নাবী ﷺ এর নিকট এসে বললো। আপনারা শিশুদের চুম্বন করেন, কিন্তু আমরা ওদের চুম্বন করি না। নাবী ﷺ বললেন, তোমার অন্তরে দয়া উদ্রেক করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, যদি আল্লাহ তা ছিনিয়ে নিয়ে থাকেন।" *(সহীহুল বুখারী, অধ্যায়: সন্তানকে আদর-স্নেহ করা, চুমু দেয়া ও আলিঙ্গণ করা, হা/৫৯৯৮, ইফা. হা/৫৪৫৯, আপ্র. হা/৫৫৬৩, মুসলিম ৪৩/১৫, হা/২৩১৭, মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪৪৬২, মিশকাত, হা/৪৯৪৮ ।)*

**সেজদা অবস্থায় রসূল ﷺ এর পিঠে বাচ্চার আরোহণঃ**

"শাদ্দাদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ ঘর থেকে বের হলেন মাগরিব বা এশার সলাত পড়ানোর জন্য হাসান বা হুসাইনকে তিনি বহন করছিলেন। অতঃপর তিনি সামনে গেলেন এবং তাকে রাখলেন। এরপর তিনি সলাতের মধ্যে একটি দীর্ঘ সেজদা করলেন। আমার পিতা বলেন যে, আমি আমার মাথা উত্তোলন করলাম আর দেখতে পেলাম সেজদারত অবস্থায় রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাঁধে একটি শিশু। আমি আমার সেজদায় ফিরে আসলাম। যখন রসূল ﷺ সলাত সম্পন্ন করলেন তখন লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয়ই আপনি সলাতের মধ্যে একটা দীর্ঘ সেজদা করেছেন, যে কারণে আমরা মনে করলাম হয়তো কোন কিছু হয়েছে অথবা আপনার

কাছে ওহী আসছে। তিনি বললেন, এগুলোর কোনটিই হয়নি। তবে আমার একটি সন্তান আমার পিঠে আরোহণ করেছিলো, তাই আমি তার প্রয়োজন পূরণ না করে তাড়াতাড়ি করতে অপছন্দ করলাম।" *(সুনান আন- নাসাঈ, হা/১১৪০, মুসনাদে আহমাদ হা/১৬০৩৩)*

**সলাতরত অবস্থায় যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর মেয়েকে কোলে তুলে নেওয়াঃ**

**عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا**

"আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মেয়ে যয়নব (রাযি:) এর গর্ভজাত ও আবুল আস ইব্নু রাবী'আহ ইব্নু 'আবদ শামস (রহ.) এর ঔরসজাত কন্যা উমামাহ (রাযি.) কে কাঁধে নিয়ে সলাত আদায় করতেন। তিনি যখন সেজদাতে যেতেন তখন তাকে রেখে দিতেন আর যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে তুলে নিতেন।" *(সহীহুল বুখারী, অধ্যায়: সলাতে নিজের ঘাড়ে কোন ছোট মেয়েকে তুলে নেয়া, হা/৫১৬, ইফা. হা/৪৯২, আপ্র. হা/৪৮৬, ৫৯৯৬, মুসলিম ৫/৯, হা/৫৪৩, মুসনাদে আহমাদ, হা/২২৬৪২, আবু দাউদ, হা/৯১৮)*

**আবু উমায়েরের সাথে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কৌতুক :**

**عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ فَطِيمًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا**

"আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবচেয়ে অধিক সদাচারী ছিলেন। আমার এক ভাই ছিল; 'তাকে আবূ 'উমায়ের' বলে ডাকা হতো। আমার ধারণা যে, সে তখন মায়ের দুধ খেতো না। যখনই সে তাঁর নিকট আসতো, তিনি বলতেন, হে আবূ 'উমায়ের! কী করছে তোমার নুগায়ের? সে নুগায়ের পাখিটা নিয়ে খেলতো। আর প্রায়ই যখন সলাতের সময় হতো, আর তিনি আমাদের ঘরে থাকতেন, তখন তাঁর নীচে যে বিছানা থাকতো, একটু পানি ছিটিয়ে ঝেড়ে দেয়ার জন্য আমাদের আদেশ করতেন। তারপর তিনি সলাতের জন্য দাঁড়াতেন এবং আমরাও তাঁর পেছনে দাঁড়াতাম। আর তিনি আমাদের নিয়ে সলাত আদায় করতেন।" *(সহীহুল বুখারী, অধ্যায়: কোন ব্যক্তির সন্তান জন্মানোর পূর্বেই সে শিশুর নাম দিয়ে তার ডাকনাম রাখা, হা/৬২০৩, ৬১২৯ ইফা. হা/৫৬৫৭, আপ্র. হা/৫৭৬২, ৫৯৯৬, মুসলিম ৩৮/৫, হা/২১৫০, মুসনাদে আহমাদ, হা/২২৬৪২, আবু দাউদ, হা/৪৯৬৯, মিশকাত, হা/৪৮৮৪)*

## বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের বর্তমান চিত্র

অপরের প্রতি দয়া ও সহযোগিতার হাত সেই বাড়িয়ে দিতে পারে সতত যার মন ভালোবাসায় টইটুম্বুর থাকে। অতএব ভালোবাসা কোনো পঙ্কিল শব্দ নয়, নয় কোনো নর্দমা থেকে উঠে আসা বা বস্তা পঁচা বর্ণগুচ্ছ। ভালোবাসা এক পূণ্যময় ইবাদতের নাম। ভালোবাসতে হবে প্রত্যেক সৃষ্টজীবকে, প্রতিটি মুহূর্তে। এর জন্য কোনো দিন নির্ধারণ করা, বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করা মানব জাতির চিরশত্রু ইবলিসের দোসর ছাড়া অন্য কারও কাজ হতে পারে না।

কয়েক বছর পূর্বে এদেশে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস-এর আমদানি করে একটি প্রগতিশীল (?) সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন। প্রতিযোগিতার বাজারে কেউ পিছিয়ে থাকতে চায় না বলে পরের বছর থেকেই অন্যান্য পত্রিকাও এ দিবসের প্রচারণায় নামে। এ দিবসটি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষালয়গুলোতে।

পত্রিকান্তরে প্রকাশ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসে রাজধানী ঢাকায় একটি গোলাপ বিক্রি হয়েছে ২০ হাজার টাকায়! কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও পার্কে তরুণ-তরুণীরা উল্লাস পালন করে এ দিবসে। মূলত কার্ড ও বিভিন্ন উপহার সামগ্রী বিক্রেতারাই নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে এ দিবসের প্রচারণায় ইন্ধন যোগায়। এ দিন যুবক-যুবতীরা যা করে তা শুধু ইসলামের দৃষ্টিতেই নয়, তথাকথিত আবহমান কালের বাঙ্গালী সংস্কৃতির আলোকেও সমর্থনযোগ্য নয়।

ভালোবাসার জন্য কোনো বিশেষ দিবসের প্রয়োজন হয় না। বিশেষ পাত্র বা পাত্রীরও প্রয়োজন পড়ে না। যা আমাদের উপরোক্ত আলোচনাতেই স্পষ্ট। কিন্তু বেলেল্লাপনা, বেহায়াপনা করার জন্য বিশেষ সময়, দিবস লাগে, বিশেষ পাত্র বা পাত্রীর দরকার পড়ে। তাই ভালোবাসার কোনো দিবস পালন করা একটি ভাওতাবাজি ছাড়া কিছুই নয়। হ্যাঁ, বেহায়াপনার জন্য দিবস হতে পারে। কারণ অশ্লীলতা চর্চাকারীরা তাদের নির্লজ্জ আচরণ সবসময় করতে পারে না, সবার সাথে করতে পারে না। এর জন্য উপলক্ষ্য দরকার। যে দিবসের আড়ালে বেলেল্লাপনা চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হবে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালোবাসা দিবস পালনের ধরণ ও প্রকৃতিই আমাদের বক্তব্যের বস্তুনিষ্ঠতা প্রমাণে যথেষ্ট বলে মনে করি।

তাই আমরা এ দিবসের নাম রাখতে চাই "বিশ্ব বেহায়া দিবস"। এখন থেকে কুইজ প্রতিযোগিতার প্রশ্ন হবে বিশ্ব বেহায়া দিবস কবে? সঠিক উত্তর হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি।

এভাবে এ দিবসের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ভ্যালেন্টাইনস ডে বা ভালোবাসা দিবসের যে ইতিহাস, তা জানলে কোনো মুসলিম সন্তান এ দিবস পালনে উৎসাহী হতে পারে না। তাই আসুন আমরা সংক্ষিপ্তভাবে এ দিবসের ইতিহাস ও তাৎপর্য জেনে নিই। এ দিবস সম্পর্কে বেশ কিছু ঘটনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে কয়েকটি ঘটনা আপনাদের খিদমাতে নিম্নে পেশ করছি।

## ভ্যালেন্টাইন দিবসের ইতিহাস

**ঘটনা-০১**

ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের আগে চতুর্থ শতকে পৌত্তলিক, মূর্তিপূজারীদের সমাজে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেবতার অর্চনা করতো। পশু পাখির জন্য একজন দেবতার কল্পনা করতো। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য একজন দেবতার বিশ্বাস করতো। যে দেবতার নাম ছিল লুপারকালিয়া। এ দেবতার সন্তুষ্টির জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি ছিল যুবতীদের নামে লটারি ইস্যু করা। যে যুবতীর নাম যে যুবকের ভাগে পড়ত সে তার সাথে আগামী বছরের এ দিন পর্যন্ত বসবাস করতো। এ দিন এলে দেবতার উদ্দ্যেশ্যে পশু জবাই করা হতো। জবাইকৃত পশুর চামড়া যুবতীর গায়ে পরিয়ে পশুটির রক্ত ও কুকুরের রক্তে রঞ্জিত চাবুক দিয়ে ছেলে-মেয়েকে আঘাত করতো। তারা ভাবত এর দ্বারা নারী সন্তান জন্ম দেয়ার উপযুক্ত শাস্তি হয়। এ অনুষ্ঠানটি পালন করা হতো ১৪ ফেব্রুয়ারি।

খৃষ্টধর্মের আবির্ভাব হলে তারা এটাকে পৌত্তলিক কুসংস্কার বলে ঘোষণা দেয়। কিন্তু এতে দিবসটি পালন বন্ধ হয় না। পাদ্রীরা অপারগ হয়ে এ দিবসকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করেন। তারা বলেন, আগে এ অনুষ্ঠান হতো দেবতার নামে, এখন থেকে হবে পাদ্রীর নামে। যুবকরা ১ বছর পাদ্রীর সোহবতে থেকে আত্মশুদ্ধি করবে। এ দিনে সেই সোহবত শুরু ও শেষ হবে। ৪৭৬ সনে পোপ জোলিয়াস এ দিবসের নাম পরিবর্তনের করে এ দিবসের নাম যাজক ভ্যালেন্টাইনের নামানুসারে 'ভ্যালেন্টাইনস ডে' রাখা হয়।

**ঘটনা-০২**

ভ্যালেনটাইন, রোমের সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াস এর আমলের লোক। সে ছিল কৃশ্চিয়ান ধর্ম প্রচারক, সম্রাট ছিলেন রোমান দেব-দেবীর পূজায় বিশ্বাসী। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২৭০ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রীয় বিধান লঙ্ঘনের অভিযোগে সম্রাট তার মৃত্যুর আদেশ প্রদান করে। অপর বর্ণনায়: সম্রাট লক্ষ্য করেছেন, অবিবাহিত যুবকরা

বিবাহিত যুবকদের তুলনায় যুদ্ধের কঠিনতম মুহূর্তে ধৈর্যের পরিচয় বেশি দেয়। অনেক সময় বিবাহিতরা স্ত্রী-পুত্রের টানে যুদ্ধে যেতেও অস্বীকৃতি জানায়। তাই যুগল বন্দী তথা যে কোনো পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। **সেন্ট ভ্যালেন্টাইন** এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। গোপনে তার গির্জায় পরিণয় প্রথা চালু রাখে। এ খবর জানাজানি হলে সম্রাট তাকে জেল বন্দি করার নির্দেশ প্রদান করে। জেলের ভেতর-ই পরিচয় ঘটে জেলার-এর এক অন্ধ মেয়ের সাথে। সে ছিল চিকিৎসক। বন্দি অবস্থাতেই চিকিৎসা করে অন্ধ মেয়ের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেয়-বলে ইতিহাসের বর্ণনায় পাওয়া যায়। এরপর সে প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা মেয়েটির সঙ্গে গল্প করতো। এভাবে ভ্যালেন্টাইন তার প্রেমে পড়ে যায়। মৃত্যুর আগে মেয়েটিকে লেখা এক চিঠিতে সে জানায়- 'ইতি তোমার ভ্যালেন্টাইন'। এর আগে মেয়েটি ৪৬ জন সদস্যসহ তার কৃশ্চিয়ান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। এরপর থেকে তার মৃত্যুর তারিখ তথা ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইনস ডে নামে পালিত হতে শুরু করে।

**ঘটনা-০৩**

ভ্যালেন্টাইনকে 'আতারিত' যা রোমানদের বিশ্বাসে ব্যবসা, সাহিত্য, পরিকল্পনা ও দস্যুদের প্রভু এবং 'জুয়াইবেতার' যা রোমানদের সব চেয়ে বড় প্রভু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সে উত্তরে বলে, এগুলো সব মানব রচিত প্রভু, প্রকৃত প্রভু হচ্ছে, 'ঈসা মসিহ।' ১৪ ফেব্রুয়ারি এ অপরাধে সম্রাট তার মৃত্যুর আদেশ প্রদান করে।

**ঘটনা-০৪**

তখন রোমের সম্রাট ক্লডিয়াসের সময় ভ্যালেন্টাইন নামে একজন সাধু, তরুণ প্রেমিকদেরকে গোপন পরিণয়-মন্ত্রে দীক্ষা দিত। এ অপরাধে সম্রাট ক্লডিয়াস ২৬৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সাধু ভ্যালেন্টাইনের শিরশ্ছেদ করেন। তার এ ভ্যালেন্টাইন নাম থেকেই এ দিনটির নাম করণ করা হয় ভ্যালেন্টাইন ডে; যা আজকের বিশ্ব ভালোবাসা দিবস।

**ঘটনা-০৫**

১৪ই ফেব্রুয়ারী রোমকদের লেসিয়াস দেবীর পবিত্র দিন। এ দিন তিনি দু'টি শিশুকে দুধ পান করিয়েছিলেন। যারা পরবর্তীতে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিল।

**ঘটনা-০৬**

১৪ই ফেব্রুয়ারী রোমানদের বিবাহ দেবী মহিমময়ী 'ইউনু'-এর বিবাহের পবিত্র দিন।

## ঘটনা পর্যালোচনা

এখানে সময়ের ব্যাপারে কিছুটা তারতম্য থাকলেও দ্বিমতের ভিত্তিতে এটা বলা যেতে পারে যে, হতে পারে ২৬৯-৭০ এ দিবসের জন্ম হলেও ৪৭৬ সালের দিকে এর বুদ্ধিবৃত্তি জাগ্রত হয়। আর এটা বাস্তব যে, এখন এটা পুরো যৌবনে উপনীত হয়েছে।

আমাদের যুব সমাজকে এসব ইতিহাস জানতে হবে। খুতবা, বক্তৃতা ও সকল গণমাধ্যমে এ দিবসের জন্মপ্রথা ও তাৎপর্য তুলে ধরতে হবে। বুঝাতে হবে পৌত্তলিকদের উদ্ভাবিত, খৃষ্টানদের সংস্কারকৃত কোনো অনুষ্ঠান মুসলিমরা উদ্‌যাপন করতে পারে না। নিজেদের স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্যকে ভুলে গিয়ে, ধর্মীয় অনুশাসনকে উপেক্ষা করে তারা আজকে প্রগতিশীল হওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে তাদের কর্মকাণ্ডে মুসলিম জাতির উঁচু শির নত হচ্ছে। অথচ এটা বহুপূর্বে রসূল ﷺ নিষেধ করে গেছেন। সাহাবী আবু আকদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূল ﷺ খায়বার যাত্রায় মূর্তিপূজকদের একটি গাছ অতিক্রম করলেন। তাদের নিকট যে গাছটির নাম ছিল 'জাতু আনওয়াত'। এর উপর তীর টানিয়ে রাখা হ'ত। এ দেখে কতক সাহাবী রসূল ﷺ কে বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের জন্যও এমন একটি 'জাতু আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন। রসূল ﷺ ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, 'সুবহানাল্লাহ, এ তো মূসা (আ.) এর জাতির মত কথা। আমাদের জন্য একজন প্রভু তৈরি করে দিন, তাদের প্রভুর ন্যায়। আমি নিশ্চিত, আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, তোমরা পূর্ববর্তীদের আচার-অনুষ্ঠানের অন্ধানুকরণ করবে'।

(জামে' আত-তিরমিযী, অধ্যায়: ফিতনা, হা/২১৮০, মুসনাদে আহমাদ, হা/২১৮৯৭, মিশকাত হা/৫৪০৮)।

অন্য হাদীসে ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ﷺ বলেছেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ».

"যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই একজন বলে গণ্য হবে।" *(আবূ দাঊদ, অধ্যায়: পোষাক পরিচ্ছদ, হা/৪০৩১)*

আমর বিন শুআইব তাঁর পিতা তাঁর পিতামহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلاَ بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشَارَةُ بِالأَكُفِّ " .

''যে ব্যক্তি আমাদের ছাড়া বিজাতীয়দের অনুসরণ করে সে আমার উম্মত নয়। তোমরা ইয়াহুদ ও নাসারার অনুকরণ করবে না। ইয়াহূদীদের সালাম হল আঙ্গুলির ইশারা করা আর নাসারার সালাম হল হাতের তালুর ইশারা করা।''

(জামে' আত-তিরমিযী, অধ্যায়: অনুমতি, হা/২৬৯৫, হাসান সহীহ, তাহক্বীক্ব: আলবানী (রহ.)

সুতরাং আজ আমরা বিশেষ করে যুবসমাজ ইসলামী সংস্কৃতি, তাহযীব-তামাদ্দুন ছেড়ে দিয়ে বিজাতীয় কুসংস্কারে গড্ডালিকার ন্যায় যুক্ত হয়ে পড়েছি। অথচ যুবসমাজ হলো জাতির প্রাণ। দেশের ভবিষ্যৎ। যুবসমাজের নৈতিকতার পতন হওয়া মানে ওই জাতির ভবিষ্যৎ ধ্বংস হওয়া। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা উস্কে দিয়ে শত্রুরা আমাদের ভবিষ্যতকে গলা টিপে হত্যা করতে চায়। যুবকদের নৈতিকতার বলকে বিচূর্ণ করে আমাদের দুর্বল করে দিতে চায়। যারা প্রকৃত দেশপ্রেমিক, তারা এ দিবসকে সমর্থন করে দেশ ও জাতির সর্বনাশ করতে পারেন না। যারা প্রগতিশীল, সুশীল ইত্যাদি বিশেষণে নিজেদের বিশেষিত করেন, তাদের প্রতি অনুরোধ-দেশের ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় তরুণ-তরুণীদের, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অশ্লীলতার পথ থেকে ফেরান। তাদের নৈতিক পতন রোধ করুন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও উৎসবের নামে নীতি-নৈতিকতা ধ্বংসের প্রতিযোগিতা থেকে তাদের রক্ষা করুন।

‘ইসলামে তুমি দিয়ে কবর
মুসলিম বলে কর ফখর
মুনাফিক তুমি সেরা বেদ্বীন,
ইসলামে যারা করে যবেহ্
তুমি তাদের হও তাবে,
তুমি জুতা-বহা তারও অধীন।’

## বাংলাদেশে প্রচলন

বাংলাদেশে এ দিবসটি পালন করা শুরু হয় ১৯৯৩ইং সালে। কিছু ব্যবসায়ীর মদদে এটি প্রথম চালু হয়। অপরিণামদর্শী মিডিয়া কর্মীরা এর ব্যাপক কভারেজ দেয়। আর যায় কোথায় ! লুফে নেয় বাংলার তরুণ-তরুণীরা। এরপর থেকে ঈমানের ঘরে ভালোবাসার পরিবর্তে ভুলের বাসা বেঁধে দেয়া কাজটা যথারীতি চলছে। আর এর ঠিক পিছনেই মানব জাতির আজন্ম শত্রু শয়তান এইডস নামক মরণ-পেয়ালা হাতে নিয়ে দাঁত বের করে হাসছে। মানুষ যখন বিশ্ব ভালোবাসা দিবস সম্পর্কে জানত না, তখন পৃথিবীতে ভালোবাসার অভাব ছিলনা। আজ পৃথিবীতে ভালোবাসার বড় অভাব। তাই দিবস পালন করে ভালোবাসার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়! আর হবেই না কেন! অপবিত্রতা নোংরামি আর শঠতার মাঝে তো আর ভালোবাসা নামক ভালো বস্তু থাকতে পারে না। তাই আল্লাহ তা‘আলা মানুষের

হৃদয় থেকে ভালোবাসা উঠিয়ে নিয়েছে। বিশ্ব ভালোবাসা দিবসকে চেনার আরও কিছু নমুনা পেশ করা আবশ্যকীয়। দিনটি যখন আসে তখন শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তো একেবারে বেসামাল হয়ে উঠে। নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য উজাড় করে প্রদর্শনের জন্য রাস্তায় নেমে আসে। শুধুই কি তাই ! অঙ্কন পটীয়সীরা উল্কি আঁকার জন্য পসরা সাজিয়ে বসে থাকে রাস্তার ধারে ধারে। তাদের সামনে তরুণীরা পিঠ বাহু আর হস্তদ্বয় মেলে ধরে পছন্দের উল্কিটি এঁকে দেয়ার জন্য। শরীরে উল্কি আঁকাতে যেয়ে নিজের ইয্যত-আব্রু পরপুরুষকে দেখানো হয়। যা প্রকাশ্য কবিরা গুণাহ্। যে ব্যক্তি উল্কি আঁকে এবং যার গায়ে তা আঁকা হয়, উভয়য়ের উপরই আল্লাহর লানত বর্ষিত হয়। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

"আল্লাহ ঐ নারীর উপর লা'নত করেন, যে পরচুলা লাগায়, আর অপরকে পরচুলা লাগিয়ে দেয়। আর যে নারী উল্কি অঙ্কণ করে এবং যে তা করায়। (সহীহুল বুখারী, অধ্যায়: পরচুলা লাগানো প্রসঙ্গে, হা/৫৯৩৬, ৫৯৪০, ৫৯৪২, ৫৯৪৭, ইফা. হা/৫৩৯৯, আপ্র. হা/৫৫০৪, মুসলিম ৩৭/৩৩, হা/২১২৪, মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৪৭৩, জামে' আত-তিরমিযী, হা/২৭৮৩, মিশকাত, হা/৪৪৩০)

মূলত যার লজ্জা নেই, তার পক্ষে এহেন কাজ নেই যা করা সম্ভব নয়। তাই আবূ মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

عَنْ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

"পূর্ববর্তী নাবীদের নসীহত থেকে মানুষ যা লাভ করেছে তার একটা হলো, যদি তুমি লজ্জাই না কর, তবে যা ইচ্ছে তাই কর।" (সহীহুল বুখারী, অধ্যায়: তোমার যদি লজ্জা না থাকে, তাহলে তুমি যা ইচ্ছে কর, হা/৬১২০, ৩৪৮৩, ইফা. হা/৫৫৭৭, আপ্র. হা/৫৬৮০, মুসনাদে আহমাদ, হা/২২৩৪৫, মিশকাত, হা/৫০৭২)

## ভালোবাসা দিবসে পশ্চিমা দেশ

'ভালোবাসা দিবস'কে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবী উন্মাতাল হয়ে উঠে। বাজার ছেয়ে যায় নানাবিধ উপহারে। পার্ক ও হোটেল-রেস্তোরাঁগুলো সাজানো হয় নতুন সাজে। পৃথিবীর প্রায় সব বড় শহরেই 'ভ্যালেন্টাইনস ডে'-কে ঘিরে পড়ে যায় সাজ সাজ রব। হৈ চৈ, উন্মাদনা, ঝলমলে উপহার সামগ্রী, প্রেমিক যুগলের

চোখেমুখে থাকে বিরাট উত্তেজনা। হিংসা-হানাহানির যুগে ভালোবাসার এই দিনকে! প্রেমিক যুগল তাই উপেক্ষা করে সব চোখ রাঙানি। বছরের এ দিনটিকে তারা বেছে নিয়েছে হৃদয়ের কথকতার কলি ফোটাতে। এ দিনে পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়–স্বজন এমনকি পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও উপহার বিনিময় হয়। উপহার সামগ্রীর মধ্যে থাকে খাদ্য-দ্রব্য, ফুল, বই ছবি, `Be my valentine' [আমার ভ্যালেন্টাইন হও], প্রেমের কবিতা, গান, শোকলেখা কার্ড প্রভৃতি। গ্রীটিং র্কাডে, উৎসব স্থলে অথবা অন্যস্থানে প্রেমদেব (cupid)-এর ছবি বা মূর্তি স্থাপিত হয়। সেটা হ'ল একটি ডানাওয়ালা শিশু, তার হাতে ধনুক এবং সে প্রেমিকার হৃদয়ের প্রতি তীর নিশান লাগিয়ে আছে। এ দিন স্কুলের ছাত্ররাও তাদের ক্লাসরুম সাজায় এবং অনুষ্ঠান করে। এ দিন স্কুল, কলেজ আর ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীরাও তাদের ক্লাসরুম সাজায় ও অনুষ্ঠান করে।

১৮শত শতাব্দী থেকেই শুরু হয়েছে ছাপানো কার্ড প্রেরণ। এসব কার্ডে ভাল-মন্দ কথা, ভয়-ভীতি আর হতাশার কথাও থাকত। ১৮ শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে সব কার্ড ভ্যালেন্টাইন ডেতে বিনিময় হত তাতে অপমানজনক কবিতাও থাকত।

## ভালোবাসা দিবসে বাংলাদেশ

পশ্চিমা দেশগুলোর পাশাপাশি প্রাচ্যের দেশগুলোতেও এখন ঐ অপসংস্কৃতির মাতাল ঢেউ লেগেছে। ভালোবাসায় মাতোয়ারা থাকে ভালোবাসা দিবসে রাজধানীসহ দেশের বড় বড় শহরগুলো। পার্ক, রেস্তোরাঁ, ভার্সিটির করিডোর, টিএসসি, ওয়াটার ফ্রন্ট, ঢাবির চারুকলার বকুলতলা, আশুলিয়া- সর্বত্র থাকে প্রেমিক-প্রেমিকাদের তুমুল ভিড়। 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে' উপলক্ষে অনেক তরুণ দম্পতিও হাযির হয় প্রেমকুঞ্জগুলোতে। 'ভ্যালেন্টাইনস ডে' উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশের নামী-দামী হোটেলের হলরুমে বসে তারুণ্যের মিলন মেলা। 'ভালোবাসা দিবস'-কে স্বাগত জানাতে হোটেল কর্তৃপক্ষ হলরুমকে সাজান বর্ণাঢ্য সাজে। নানা রঙের বেলুন আর অসংখ্য ফুলে স্বপ্নিল করা হয় হলরুমের অভ্যন্তর। জম্পেশ অনুষ্ঠানের সূচিতে থাকে লাইভ ব্যান্ড কনসার্ট, ডেলিশাস ডিনার এবং উদ্দাম নাচ। আগতদের সিংহভাগই অংশ নেয় সে নাচে। ঘড়ির কাঁটা যখন গিয়ে ঠেকে রাত দু'টার ঘরে তখন শেষ হয় প্যান প্যাসেফিক সোনারগাঁও হোটেলের 'ভালোবাসা দিবস' বরণের অনুষ্ঠান। ঢাবির টিএসসি এলাকায় প্রতি বছর এ দিবসে বিকেল বেলা অনুষ্ঠিত হয় ভালোবাসা র‍্যালি।

এতে বেশ কিছু খ্যাতিমান দম্পতির সাথে প্রচুর সংখ্যক তরুণ-তরুণী, প্রেমিক-প্রেমিকা, কিশোর-কিশোরী যোগ দেয়। প্রেমের কবিতা আবৃত্তি, প্রেম সংগীত, দাম্পত্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদির স্মৃতি চারণে অংশ নেয় তারা। এক শ্রেণীর তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী এমনকি বুড়া-বুড়িরা পর্যন্ত নাচতে শুরু করে! তারা পাঁচতারা হোটেলে, পার্কে, উদ্যানে, লেকপাড়ে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আসে ভালোবাসা বিলাতে ও কথিত রোমান্স নামক অশ্লীলতার প্রদর্শন করতে। অশ্লীলতা, নোংরামী ও বেহায়াপনা এমন যায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যে এ বছর ১৪ ফেব্রুয়ারীতে রাজশাহী ভার্সিটির কিছু নিচুঁ মন মানসিকতার শিক্ষার্থীরা 'প্রেম বঞ্চিত সংঘের' ব্যানারে মিছিল করে যার স্লোগান ছিল 'কেউ পাবে-কেউ পাবে না, তা হবে না তা হবে না', প্রেমের ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীর সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। *(দৈনিক সোনালী সংবাদ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)*

## পশ্চিমা দেশগুলোর প্রকৃত অবস্থা

পাশ্চাত্য সভ্যতার অনেক ভাল দিক রয়েছে। তারা জাগতিকভাবে অনেক উন্নতি লাভ করেছে। তবে অশ্লীলতার প্রসারে যে অবক্ষয় তাদের স্পর্শ করেছে তা তার সকল অর্জনকে ম্লান করেছে এবং সার্বিক ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করেছে। 'ভালোবাসা' উন্মুক্ত করে পথে-ঘাটে 'সহজলভ্য' করে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমাদের নিজেদের ঘর-সংসারে ভালোবাসা নেই!

তাদের ভালোবাসা জীবন জ্বালা আর জীবন জটিলতার নাম; মা-বাবা, ভাই-বোন হারাবার নাম; নৈতিকতার বন্ধন মুক্ত হওয়ার নাম। তাদের ভালোবাসার পরিণতি 'ধর ছাড়' আর 'ছাড় ধর' নতুন নতুন সঙ্গী।

তাদের এ ধরা-ছাড়ার বেলেল্লাপনা চলতে থাকে জীবনব্যাপী। ফলে কেহই আর পরিবার গঠনের মতো কঠিন ঝামেলাই যেতে চাচ্ছে না। পরিবার গঠন করলেও পরিবার টিকছে না। বিবাহ বিচ্ছেদের হার খুবই ভয়ংকর। ১৯৭০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৮০% মানুষ পারিবারিক জীবন যাপন করতেন। অথচ ২০০০ সালে সেদেশের প্রায় ৫০% মানুষ কোনো রকম পারিবারিক বন্ধন ছাড়াই একবারে পৃথক ও একক জীবন যাপন করেন। বাকী ৫০% যারা পরিবার গঠন করেছেন তাদেরও প্রায় তিনভাগের একভাগের কোনো সন্তান সন্ততি নেই। এর ফলে তাদের মাঝে সহিংসতা, স্বার্থপরতা ও হিংস্রতা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

## গান-বাজনা

বর্তমান অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে স্যাটেলাইটের কল্যাণে মুসলিম সমাজ পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসরণ করছে। মানুষের অন্তর যদিও অনুকরণ প্রিয়, তবুও মনে রাখতে হবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ বিচারে এটি গর্হিত, নিন্দিত। বিশেষ করে অনুকরণীয় বিষয় যদি হয় আক্বীদা, ইবাদত, ধর্মীয় আলামত বিরোধী, আর অনুকরণীয় ব্যক্তি যদি হয় বিধর্মী, বিজাতী। দুর্ভাগ্য যে, মুসলমানরা ক্রমশ ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসে দুর্বল হয়ে আসছে এবং বিজাতীদের অনুকরণ ক্রমান্বয়ে বেশি বেশি আরম্ভ করছে। এসবের দ্বারা সরল, পুণ্যবান, নিষ্কলঙ্ক মানুষ বিপথগামী হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

গান-বাজনা ছাড়া এসব অনুষ্ঠান যেন অসাড়, প্রাণহীন, নিস্তেজ এমনকি অচল ও বিফল হয়ে পড়ে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল যে, মুসলিমের বিয়েসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান-বাজনা প্রায় আবশ্যক হয়ে পড়েছে। অথচ এ সম্পর্কে কি বলা হয়েছে হাদীসে তা ভাববার সময় কারুর নেই। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

**عَنْ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ ». وَقَالَ :« كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ».

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মদ, জুয়া ও সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন।" (সুনানুল বাইহাক্বী, মাশা. হা/২১৪৭১, মুসনাদে আহমাদ, হা/২৬২৫, মিশকাত, হা/৪৫০৩)

অশ্লীল ও অসার ছন্দ বাক্য, সুর সংগীত ও ললিত কণ্ঠধ্বনিতে যৌবন, রমা ও প্রেমের প্রকৃতি বর্ণনা করে গান করা ও শোনা উভয়ই ইসলামে হারাম ও কবীরা গুনাহ। তার সাথে আবার যদি যুক্ত হয় বাঁশি ও বাজনা তাহলে পাপের মাত্রা আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। 'আবদুর রহমান ইবনু গানাম আশ'আরী (রহ.) হতে বর্ণিত,

''তিনি বলেন, আমার নিকট আবূ আমির কিংবা আবূ মালিক আশ'আরী বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেননি। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে।'' (সহীহুল বুখারী, অধ্যায়:যে ব্যক্তি মদকে ভিন্ন নামে নামকরণ ক'রে তা হালাল মনে করে, হা/৫৫৯০, ইফা. হা/৫০৭৬, আপ্র. হা/৫১৮০)

অথচ প্রকৃতপক্ষে তা হারাম। নাফে (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদিন ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শোনতে পেয়ে দুই কানে দুই আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাস্তা থেকে সরে গিয়ে বললেন তুমি কিছু শোনতে পাচ্ছ কি? আমি বললাম, না। তখন তিনি তার দুই আঙ্গুল দুই কন হতে বের করলেন। আর বললেন, একদিন আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম। তিনি বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনে কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাস্তা থেকে সরে গিয়েছিলেন এবং আমাকে এভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন যেভাবে আজ আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম। *(আবু দাউদ, হা/৪৯২৪)*

আরও হুশিয়ারী ব্যাপার হল পবিত্র কুরআন এই ব্যাপারে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দেয়। *(সূরা লোকমান-৩১:৬)*

অথচ ঢেউ খেলানো আনন্দে বাজনা-সঙ্গিত যেন ফেনিল বাঁশি হয়ে বয়ে চলে। সুতরাং ভালোবাসা দিবস তথা ভ্যালেন্টাইন ডেসহ যে সকল অনুষ্ঠানে গান-বাজনা হয সেগুলো বর্জন করবো এবং পরিবার-পরিজনকে গান শোনা থেকে বিরত রেখে ব্যভিচারের পথ বন্ধ করবো- এ প্রত্যাশা সকলের কাছে। আল্লাহ্ সকলকে তাওফীক দিন। আমীন!

## এ দিবসের সর্বনিকৃষ্ট কাজ

এ দিবসের দিন ও রাতের বিভিন্ন সময়ে যুবক-যুবতীরা একত্রিত হয়। মিলনাকাঙ্ক্ষী অসংখ্য যুগলের সবচেয়ে বেশী সময় চুম্বনাবদ্ধ হয়ে থাকার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। আবার কোথাও কোথাও চুম্বনাবদ্ধ হয়ে ৫ মিনিট অতিবাহিত করে ঐ দিনের অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে। নেশায় বুদ হওয়াও নতুন কোন সংবাদ নয়। তারা এত কাছাকাছি আসে যে একে অপরের মধ্যে হারিয়ে যায়। শয়তান তাদের অন্য জগতে নিয়ে যায়। নেশার মধ্যেও এ ঘটনা ঘটে আর নেশা ছাড়াও ঘটে থাকে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বান্দার কল্যাণের জন্য বলেন-

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

অর্থ : আর ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। *(সূরা বনী ইসরাঈল-১৭:৩২)*

অথচ আমরা একবারও খেয়াল করছি না ভালোবাসার নামে আমরা এসব কী করছি? কোথায় নিয়ে যাচ্ছি প্রিয়জনদের? এ ভালোবাসার কী পরিণাম অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য?

## বোন তোমাকে বলছি

হে সম্মানিতা বোন! তুমি কি ২০ হাজার টাকার গোলাপের বিনিময়ে ২০ হাজার কোটি টাকার চেয়েও দামী মূল্যবান সতীত্বকে বিক্রি করতে চাও? তুমি কি নিজেকে আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন করতে চাও? তোমার পিতা-মাতা, ভাইদের ও আত্মীয় স্বজনকে অপমানিত করতে চাও? তুমি কি চাও তোমার কারণে তোমার অভিভাবকের সামাজিক মান ইজ্জত চলে যাক? বোন! কথাগুলো হয়তোবা তোমার কাছে খারাপ লাগছে? তোমাকে তো আমরা বুদ্ধিমতী মনে করেছিলাম। তারপরও তোমার খারাপ লেগে থাকলে দয়া করে শোনো, "আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে বলা, তোমার দায়িত্ব হচ্ছে মেনে চলা।" আমাদের দায়িত্ব আমরা অন্তর থেকে পালন করলাম বাকিটা তোমার বিবেচনায় ছেড়ে দিলাম।

আদরের বোন আমার! যে যুবক তোমার সাথে গোপনে প্রেম বিনিময় করতে চায়, তুমি কি তার মনের খবর জানো? তুমি কি জানো না কত শত নারী দুষ্ট পুরুষের ভালোবাসা ও প্রেমের ফাঁদে পড়ে চরিত্র ও সতীত্ব উভয়ই হারিয়েছে? তোমাকে যদি সে তার জীবন সঙ্গীনী করতে চায়, তাহলে গোপনে প্রেমের প্রস্তাব কেন? তোমার অভিভাবকের কাছে মাথা উঁচু করে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করে না কেন?

ধরে নিলাম তুমিও তাকে জীবন সঙ্গী হিসাবে পছন্দ করেছো। তবে সে তোমাকে প্রকৃত পক্ষেই ভালবাসে এবং তোমাকে বিয়ে করবে- তুমি কি এ বিষয়ে নিশ্চিত? তুমি একজন মুসলিম নারী হিসাবে মূলত তোমাকে জানতে হবে, সে তো এখনও তোমার স্বামী হয় নি। তার সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করা, কোথাও ভ্রমণ করা এখনও তোমার জন্য হালাল হয় নি। তোমার শরীরে হাত দেয়ার অধিকার এখনও তার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তোমার নাবী কি বলেছেন একটু শোনো!

➲ (১) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন,

لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

"মাহরাম (শরীয়তের বিধানে যার সাথে বিবাহ হারাম) সঙ্গী ছাড়া কোন নারী যেন সফর না করে এবং কোন পুরুষ যেন কোন নারীর সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ না করে"। *(বুখারী, অধ্যায়: মহিলাদের হজ্জ, হা/১৮৬২)*

➲ (২) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ

"যে মহিলা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য কোন মাহরামকে সাথে না নিয়ে একদিন এবং এক রাত্রির পথ সফর করা বৈধ নয়"। *(বুখারী, অধ্যায়: কত দূরের সফরে সলাত কসর করবে?, হা/১০৮৮)*

যুবতী বোন আমার! এরপরও প্রগতির পথে খোলা মেলা বের হচ্ছো কেন? প্রগতির ময়দানে মুক্ত আকাশের নিচে, কোন পার্কের সবুজ বনানীতে অথবা সমুদ্র সৈকতে যেখানে প্রগতিময় প্রেমের স্বাক্ষী হয় ছায়াঘন বন, ফুটন্ত ফুল ও তার সুবাস, বিশাল সমুদ্রে ফুলে ফুলে উঠা তরঙ্গমালা, সৈকতের ধুলাহীন বালি এবং সন্ধ্যা আকাশের কোটি কোটি তারকারাজি। রোমান্স ছাড়া প্রেম জীবনের আর স্বাদ কোথায়? তাই, না। হ্যাঁ, কুকুর-বিড়াল রাস্তা-ঘাটে প্রেম মিলন ঘটায়। বাঘ-শিয়াল ঘটায় বনে-ঝোঁপে। সুতরাং মানুষ কেন তা ঘরের কোণে গোপনে ঘটাবে? তাহলে তো পশুদের সঙ্গে মানুষের মিল ঘটবে না। প্রেম পাগলী বোন আমার! রাগ করো না, তোমার বড় ভাই মনে করে দু'টি কথা বলেছি।

হে বোন! অত্যন্ত গভীরভাবে ভাবো তো! ভাবতে যে তোমাকে হবেই। নইলে নতুন প্রজন্মের জন্য চরিত্রমান মায়ের সংকট তৈরী হচ্ছে। সম্রাট নেপোলিয়ন বলেছিল, 'Give me an educated Mother, I shall give you educated nation'. তোমাকেও তো আমরা শিক্ষিত ভাবি। নতুন করে চিন্তা করো তো, তোমার সতীত্বকে যে শয়তান যুবক second hand করে দিল তা কি আর নতুন হওয়ার রাস্তা থাকল? অসম্ভব হতে পারে না। আমি তো যথার্থই উত্তর দিলাম তাই বৈকি? ভূল হলে আমাকে বলো।

ভাবুক বোন আমার! এই প্রগতিশীল সমাজও তোমাকে তার চেয়েও অনেক বেশি ঘৃণা করে যতটা না ঐ যুবককে করে। আর সে গোসলের মধ্য দিয়ে যতোটা মুক্ত হয়, তুমি কি ততোটা মুক্ত হতে পারো? উত্তর হতে পারে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি তো আছেই। So, no problem, do enjoy. তাহলে প্রশ্ন আরো একটি এসে যায়। তোমাদের নৈতিকতা ও শৃংখলা বিবর্জিত নিয়ন্ত্রণহীন নগ্নতা ও অশ্লীলতা পরিপূর্ণ কুকর্মের শাস্তি নতুন আগন্তুককে কেন দিলে? তার কি অপরাধ ছিল, যে তাকে হত্যা করলে?

প্রিয় বোন তোমাকে একটি উদাহরণটি না দিলেই নয়, কোন নেকড়ে তার কোন শিকার ধরে খেল আর সবশেষে হাড্ডিগুলো রেখে চলে গেলে। হে বোন, ঐ কুচক্রী যুবক তোমাকে যতোই মিষ্টি মিষ্টি কথা বলুক আর প্রতিশ্রুতি

দিক তোমার ক্ষতি না করার। কিন্তু কাছে আসার দরজাটা খুললেই তোমার ক্ষতি করতে পারে। আর এধরনের দৃষ্টান্ত এখন বিরল নয়। বোন, আমি তোমার শুভাকাঙ্খি। আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে দোয়া করি যেন তিনি তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করেন, আমিন।

হে সত্য সন্ধানী বোন আমার! তোমাকে একটি হাদীস শোনাবো বলে কয়েকদিন ধরে ভাবছি কিন্তু শোনানো হয়ে উঠছে না। আজ তোমাকে বলছি শুনো, ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ

"আমি জান্নাতের অধিবাসী সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছি। আমি জানতে পারলাম, জান্নাতে অধিকাংশ অধিবাসী হবে দরিদ্র লোক। জাহান্নামীদের সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছি, আমি জানতে পারলাম, এর বেশির ভাগই অধিবাসী নারী।" (সহীহুল বুখারী, অধ্যায়: জান্নাতের বর্ণনা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে আর তা হল সৃষ্ট।, হা/৩২৪১, ৫১৯৮, ৬৪৪৯, ৬৫৪৬, ইফা. হা/৩০১১, আপ্র. হা/৩০০১, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৩৭, মুসনাদে আহমাদ, হা/২০৮৬, মিশকাত, হা/৫২৩৪)

হে বোন, তুমি কি ঐ সমস্ত হতভাগ্য নারীদের মত হতে চাও? তোমার উত্তরের অপেক্ষায় থাকলাম।

হে মুসলিম বোন! তুমি কি জান তোমার প্রকৃত সম্পদ ও অহংকারের বিষয় কোন্‌টি? পরীর মত রূপ-লাবণ্যময় অবয়ব? পূর্ণিমার চাঁদের মত গায়ে আলতা উজ্জ্বল রং? অঢেল ধনসম্পদ? লেখাপড়ায় কৃতিত্ব? এগুলো তোমার অহংকারের বিষয় নয়। প্রকৃত ধনও নয়, সম্পদও নয়।

হে বোন! তোমার সতীত্ব ও পবিত্রতা হচ্ছে তোমার সবচেয়ে বড় সম্পদ। এটিই তোমার একমাত্র অহংকারের বিষয়। এটা যদি তোমার সংরক্ষিত থাকে তাহলে তুমি তা নিয়ে অহংকার করতে পারো।

হে বোন! তুমি তোমার মনের মাঝে সুন্দরের বীজ বপন করো। তাহলেই তোমার মন হয়ে উঠবে সুন্দর, স্বচ্ছ, তরতাজা ও অনাবিল। আর এ সুন্দর মন দিয়েই তুমি তোমার লাগামহীন উচ্ছৃংখল জীবনকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে ফেল।

হে দয়াময়! মহান ফরিয়াদ শ্রবণকারী! আমার বোনকে আমাদের এ নসীহতগুলো বুঝা ও মানার সুমতি দান করেন। আমীন॥

## ভাই তোমাকে বলছি

প্রেমিক ভাই আমার! নারীকে দূর্বল ভেবো না, নারীরা মনের দিক দিয়ে বিশাল। বাংলা প্রবাদেও আছে, 'কখনো খেয়ো নাকো তালে আর ঘোলে, কখনো ভুলো নাকো ঢেমনের বোলে'। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য হলো নারীর মন। সুবিশাল মেঘপুঞ্জ এবং রকেট বেগে বহমান বাতাসের গতিবেগ হয়তো নির্ণয় করা সহজ; কিন্তু নারীর মনের গতিবেগ নির্ণয় করা মোটেই সহজ নয়। বহু জ্ঞানী-গুণীরাও নারীর মন বুঝতে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং তুমি কে? তুমিও হয়তো বলতে বাধ্য হবে,

'নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো,
এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো।
ইহাদের অতি লোভী মন,
এক জনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়, যাচে বহু জন!'

প্রেম পাগল ভাই আমার!

প্রেম যদি করতেই চাও তাহলে চিরকুমারী অনন্ত যৌবনা, অফুরন্ত রুপের রুপসীদের সাথে কর; যাদের সজীবতা, প্রাণবন্ততা ও হৃদ্যতা তুলনাহীন। কাঞ্চন-বদনা, সুনয়না, আয়তলোচনা, লজ্জা-বিনম্র, প্রবাল ও পদ্ম রাগসদৃশ, উদ্ভিন্ন যৌবনা ষোড়শীদের সাথে কর। যে তরুণীরা হবে সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্রা, যারা তুমি ছাড়া আর কারো প্রতি নজর তুলেও দেখবে না। যে সুরভিতা রূপসীদের কেউ যদি পৃথিবীর অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে উঁকি মারে, তাহলে তার ঝলমলে রূপালোকে ও সৌরভে সারা বিশ্বজগৎ আলোকিত ও সুরভিত হয়ে উঠবে। যে সুরমার কেবলমাত্র মাথার ওড়না খানিকে পৃথিবী ও তার সমস্ত সম্পদ ব্যয় করলেও ক্রয় করা সম্ভব হবে না। *(সহীহুল বুখারী, অধ্যায়: জান্নাত ও জাহান্নাম-এর বিবরণ,হা./৬৫৬৮, ২৭৯২, আপ্র. হা/৬১১৩, ইফা. হা/৬১২১)*

তোমার প্রেম এই ক্ষণস্থায়ী ঢলন্ত যৌবনা ফূরন্ত রুপের রুপসীদের সাথে কেন? অসৎ চরিত্রা অসতীদের সাথে কেন? হ্যাঁ, সে অসতী বৈ কি? যে তোমার সাথে অবৈধভাবে প্রেম করতে আসে অবাধ মেলামেশা, দেখা-সাক্ষাত, চোখা-চোখি, হাসা-হাসি করে। সে অসতী বৈ কি?

হে প্রিয় ভাই! তুমি ব্যভিচারের ধ্বংসাত্মক পরিণাম সম্পর্কে অবগত হয়েছো। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এর কুফল তুমি জানো। তারপরও কি তুমি মাথা থেকে এধরণের অশ্লীল চিন্তা-চেতনা সরিয়ে দিবে না? তুমি তো জান, তোমাকে যদি একজন সুন্দর সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা আহবান করে আর তুমি

যদি আল্লাহর ভয়ে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করো তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে রোজ কিয়ামতে আরশের ছায়া দানে ধন্য করবেন।

যুবক ভাই আমার! তুমি যদি মনে করো যে, তোমার মনে কামভাবের উদয় হয়েছে। তোমার গায়ে যৌবনের বাতাস লেগেছে। নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছোনা। নানা দিক থেকে নির্লজ্জ, বেহায়া, উদ্ভিন্ন সুন্দরী প্রেয়সীরা তোমাকে অফার দিচ্ছে। পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছো। কিন্তু তুমি চাচ্ছো পবিত্র জীবন যাপন করতে তাহলে আর দেরী নয়। আল্লাহকে ভয় করো। তার উপর ভরসা করে সতী ও দ্বীনদার নারীর সন্ধানে আজই বের হয়ে যাও এবং বিয়ে করো। স্মরণ করো তোমার নাবী তোমাকে লক্ষ্য করে কি বলেছেন,

يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে সে যেন তা করে নেয়। কারণ বিয়ে চোখ অবনতকারী এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজতকারী। আর যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখেনা সে যেন সিয়াম (রোজা) রাখে। কেননা সিয়াম যৌন উত্তেজনাকে কমিয়ে দেয়"। *(সহীহুল বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুন নিকাহ, অনুচ্ছেদ: যে ব্যক্তি বিবাহ করার সামর্থ্য না রাখে সে রোযা রাখবে, হা/৫০৬৫, সহীহ মুসলিম, হা/১৪০০, মিশকাত, হা/৩০৮০)*

মুসলিম ভাই আমার! আমাদের ভুল বুঝ না। বিয়ের কথা শুনেই আবার এমন ভাবে বিয়ে করো না। একজন আনমনা, উদাসীনা, প্রেমময়ী তরুণীকে গোপনে তার পিত্রালয় থেকে বের করে এনে কোন মুন্সীকে ৫০০/- টাকা দিয়ে তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই বিয়ে পড়িয়ে নিয়ে ঘরে বউ করে তুলে আনলে সে যে তোমার জন্য হালাল হবে না, তা কি তুমি জান? মহানাবী ﷺ বলেন, যে মহিলা তার অভিভাবকের সম্মতি ছাড়াই নিজে নিজে বিবাহ করে তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল। *(আহমাদ, হা/২৪২৫১, আবু দাউদ, অধ্যায়: অভিভাবক, হা/২০৮৩, দারেমী, হা/২১৮৪, তিরমিযী, হা/১১০২, মিশকাত হা/৩১৩১, সনদ সহীহ।)*

মেয়ে পাগল ভাই আমার! পুরুষের পক্ষে নারীর ফেতনার মতো বড় ফিতনা আর কিছুই নেই। মহানাবী ﷺ বলেন, আমার গত হওয়ার পরে পুরুষের পক্ষে নারীর চেয়ে অধিকতর ক্ষতিকর কোন ফেতনা অন্য কিছু ছেড়ে যাচ্ছি না। *(সহীহুল বুখারী, হা/৫০৯৬, সহীহ মুসলিম, হা/২৭৪০, তিরমিযী, হা/২৭৮০, মিশকাত, হা/৩০৮৫)*

সুতরাং নারীর প্রতি আলাপন, পত্রালাপ, দর্শন, স্পর্শ এবং সমস্ত শয়তানী কৌশল, চক্রান্ত ও ছলনা ভুলে ফিরে এসো সত্য, সুন্দর, সহমর্মিতা,

মানবিকতা, মহানুভবতা, উদারতা ও শান্তির পথে। আর সর্বদা এ দু'আ পড়তে থাক তোমার রবের কাছে----

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

(মুকাল্লিাবাল কুলুব) অর্থ: "হে মনের গতি পরিবর্তনকারী আমার মনকে তোমার আনুগত্যের (দ্বীনের) উপর স্থির রাখ।" *(সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: আল্লাহ যেভাবে চায় অন্তর পরিবর্তন করেন, হা/২৬৫৪, মিশকাত, হা/৮৯)*

## অভিভাবকদের জন্য সর্তকবাণী

হে সম্মানিত অভিভাবক! আপনি হয়তো জানেন তারপরও আপনাকে স্মরণ করে দিচ্ছি- অধিকাংশ যুবকই অজ্ঞান তার বশেই হোক বা খেয়াল-খুশীর বশেই হোক মনে করে যে, যুবক বয়স হচ্ছে আনন্দ-ফুর্তি ও সুখ লুটার সময়। এ সময় আমোদ-প্রমোদ করে নিয়ে বৃদ্ধ হলে আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করবো আর যৌবনের সকল পাপের ক্ষতিপূরণ দিবো। অথচ এমন চিন্তাধারা প্রকৃত ইসলাম ও সঠিক চিন্তাধারা থেকে বহু ক্রোশ দূরে। চাহে কেউ মানুক আর না মানুক- সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যেই রয়েছে প্রকৃত আনন্দ। এ সত্যটি তাদের বুঝাতে হবে আপনাকেই, কেননা আপনি হচ্ছেন তাদের অভিভাবক। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, " তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। *(সহীহুল বুখারী, হা/২৪০৯, সহীহ মুসলিম, হা/১৮২৯, তিরমিযী, হা/১৭০৫, মিশকাত, হা/৩৬৮৫)*

আপনার ছেলে-মেয়ে খেল-তামাশা, উল্লাশ, নৃত্য করে, তার যৌবন উপভোগ করার কারণে শাস্তি পাবে। আর যদি আপনি তাকে বিরত না রাখেন তাহলে আপনিও তাদের মতো শাস্তির অর্ন্তভুক্ত হবেন। যদিও আপনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন, গভীর রজনীতে তাহাজ্জুদ আপনার মিস না হয়, নফল সিয়ামে অভ্যস্ত থাকেন, মুখে সুন্দর দাঁড়ি, আছে ভাল বাড়ি, সমাজে ভদ্রজন হিসাবে পরিচিত। কিন্তু পরিবারের সদস্যদের উত্তমভাবে নজরদারি করেন না। এ ধরনের ভদ্রজনদেরও হাদীসে "দাইয়ূস" বলা হয়েছে। আর এ সম্পর্কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

''নিশ্চয় আল্লাহ তিন ব্যক্তির উপর জান্নাত হারাম করেছেন। (১) মদ্যপায়ী (২) পিতা-মাতার অবাধ্য (৩) দাইয়ূস।'' *(সহীহুল জামে, হা/৩০৫২, মিশকাত, হা/৩৬৫৫)*

'দাইয়ূস' তাকে বলা হয়েছে যে তার পরিবারের বেহায়াপনার সুযোগ দেয়। দাইয়ুসি এমন এক ধরনের পাপ যা নিজে করা লাগেনা অন্যের পাপ দেখে নীরব থাকলেই পাপ হয়ে যায়। তবে যদি, আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরও ব্যর্থ হন তাহলে আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন ইনশাআল্লাহ। পবিত্র কুরআনে এই সম্পর্কে সংবাদ এসেছে। আর তা হল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ভাষায়

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا

অর্থ : আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যেও অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না। (সূরা বাকারাহ-২:২৮৬)

হে সম্মানিত পিতা! আপনাকে ডেকে মহান রব্বুল আলামীন বলেছেন:

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে সদা নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর আচরণের ফিরিশতাগণ। আল্লাহ যা আদেশ করেন, তারা তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে"। *(সূরা তাহ্‌রীম- ৬৬:৬)*

সুতরাং আপনার গৃহকে পূত-পবিত্র রাখুন। আপনার মেয়ের বন্ধু যেনো আপনার গৃহে প্রবেশ না করে আর আপনার মেয়ে যেনো তার সহপাঠীর গৃহে প্রবেশ না করে। আপনার মেয়ে অন্য পুরুষের হাত ধরে হাটবে- এটা আপনার জন্য সম্মান-মর্যাদার বিষয় নয়। দাইয়ূস পরিণত হবেন আপনি আর দাইয়ূস কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যা আপনাকে পূর্বেই বলেছি। এমনিভাবে আপনার যুবক ছেলেকে মেয়েদের সাথে চলতে নিষেধ করুন। সাহসী হোন, সাবধানতা অবলম্বন করুন। আপনার ঘরে যেনো ছেলের মেয়ে বন্ধু প্রবেশ না করে। আপনার ছেলে মেয়ের চাল-চলনের খোঁজ নিন। তাদের মধ্যে কোন ধরণের পদস্খলন পেলে সংশোধন করে দিন। উপদেশ দিন। শাসন করুন। প্রয়োজন হলে সামান্য বেত্রাঘাত করুন। মনে রাখবেন, পরিবার-পরিজনের খোঁজ খবর নেওয়া আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

হে সম্মানিত মা-বাবা! আরও কিছু কথা না বললেই নয় যে, আপনি গভীরভাবে ভাবুনতো। আপনার ভাবা যে অত্যন্ত জরুরী। জাতি আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। বিষয়টি হল মুসলিমের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন আর কাফিরের সাথে সম্পর্ক ছেদন মুসলিমের একটি বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আমাদের উচিত মুসলিমদের মুহাব্বাত করা আর কাফিরদের ঘৃণা করা, তাদের সাথে বৈরীভাব পোষণ করা, তাদের আচার-অনুষ্ঠান প্রত্যাখ্যান করা। এতেই আমরা নিরাপদ, এখানেই আমাদের কল্যাণ। অন্যথায় সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

হে চিন্তাশীল অভিভাবক! আপনি বুঝুন আর আপনার অধিনস্তদের বুঝান যে, এ দিনটি উদযাপন কোন স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার নই। বরং ১ জন ছেলেকে ১জন মেয়ের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেওয়ার পাশ্চাত্য কালচার আমদানিকরণ।

আপনার সন্তানকে বুঝান, তাদের অশ্লীল-অশালীন কালচারের বিপরীতে ইসলামের অনেক সুষ্ঠু ও শালীন আচার অনুষ্ঠান রয়েছে। যেমন ১লা শাওয়ালের ঈদ-উল-ফিতর, যিলহজ্জ মাসের ঈদ-উল-আযহা, বিবাহ অনুষ্ঠানসহ আর অনেক আনন্দের অনেক অনুষ্ঠান আছে। মেহেরবানী করে এগুলোতে ফেরান।

হে মুসলিম অভিভাবক! উত্তমভাবে বিবেচনা করুন। প্রয়োজনে আপনার ছেলে-মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করুন। বিয়ের জন্য নির্দিষ্ট কোন বয়স লাগে না। পারিপার্শ্বিক দিক বিবেচনা করে সাধ্যমত প্রস্তুতি নিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করুন ছেলেকেও বিয়ের ব্যাপারে জোরালো তাগিদ দিন যেন সে সর্বোত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। তাদের বিয়েতে বাঁধা দিয়ে ব্যভিচারের পথ উন্মুক্ত করবেন না। মনে রাখবেন, "বিবাহ-শাদী হবে যত, যেনার বাজার কমবে তত।"

হে প্রিয় অভিভাবক! তবে পারিপার্শ্বিকতা বিয়ের অনুকূলে না হলে বিকল্প একটি পথ আছে, আর তা হল ছিয়াম সাধনা করা যা যৌবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। রসূল ﷺ অনেক যুবককে তাঁর জীবদ্দশায় সরাসরি ছিয়াম সাধনার উপদেশ দিতেন। সুতরাং আপনিও আপনার ছেলে- মেয়েকে এই উপদেশ দিতে পারেন।

হে সম্মানিতা মা! আপনার স্নেহের সন্তানকে যে বয়সে রশ্মি ছেড়ে রেখেছেন ভালোবাসা দিবস পালন করতে, সে বয়সে মুস'আর বিন উমাইর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) গিয়েছেন ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হতে। আপনার আদরের সন্তানকে হাত ধরে জান্নাতের পথে চলা শিখান। সদাসর্বদা তাদেরকে আল্লাহর বিধানগুলো স্মরণ করে দিন। শয়তানের প্ররোচনায় তাদের অপকর্মে সম্মতি দিবেন না। মনে রাখবেন, শয়তান কখনই আপনার ভাল চায় না।

হে সম্মানিত অভিভাবক! আপনি কি একজন ব্যর্থ অভিভাবক হতে চান? দাইয়ূস হতে চান? নাকি সন্তানের পাপের একটি অংশ নিয়ে মাথা নিচু করে জাহান্নামে যেতে চান? যদি তা না চান তাহলে এখনই সচেতন হোন, অন্যায় ও অশ্লীল কাজে ছেলে-মেয়ের গতিরোধ করুন। এ রকম দিবসগুলোতে যেনো আপনার সন্তান যোগদান না করে সে ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকুন। তাহলে আপনার পরিবারে নেমে আসবে শান্তির ফল্গু ধারা ও রহমত এবং আল্লাহ আপনাকে মহান পুরুষ্কার দান করবেন। হে দয়াময় আল্লাহ্! এ সমস্ত সুন্দর মনের অভিভাবককে সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক হিসাবে কবুল করুন। আমীন!

## শ্রদ্ধেয় শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন (রহ.) এর ফতোয়া

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

কয়েকটি কারণে ভালোবাসা দিবস উদযাপন জায়েয নয়:

**প্রথমত:** এটি একটি নব-উদ্ভাবিত বিদ'আতী দিবস, শরীয়তে যার কোনো ভিত্তি নেই।

**দ্বিতীয়ত:** এটি অনৈতিক-প্রেম পরিণতির দিকে মানুষকে ধাবিত করে।

**তৃতীয়ত:** এর কারণে সালাফে সালেহীনের পথ-পদ্ধতির বিরোধী এরূপ অর্থহীন বাজে কাজে মানুষের মন-মগজ ব্যস্ত করার প্রবণতা তৈরি হয়।

তাই এ-দিনে দিবস উদযাপনের কোনো কিছু প্রকাশ করা কখনও বৈধ নয়; চাই তা খাদ্য-পানীয় গ্রহণ, পোশাক-আশাক পরিধান, পরস্পর উপহার বিনিময় কিংবা অন্য কিছুর মাধ্যমেই হোক না কেন। আর প্রত্যেক মুসলিমের উচিত নিজ দ্বীন নিয়ে গর্বিত হওয়া এবং অনুকরণপ্রিয় না হওয়া: কেউ করতে দেখলেই সেও করবে, কেউ আহ্বান করলেই তাতে সাড়া দিবে, এমনটি যেন না হয়।[১]

আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করি, তিনি যেন প্রত্যেক মুসলিমকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় ফিতনা থেকে হেফাযত করেন; আর আমাদেরকে তিনি তাঁর অভিভাবকত্ব ও তাওফিক প্রদান করে ধন্য করেন।

----মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন

৫/১১/১৪২০ হি.

---

১. তথ্য: আব্দুর রহমান বিন সা'দ আশ-শারী, আস-সুনান ওয়াল মুবতাদি'আত ফিল আ'ইয়াদ, পৃ.৫৭, ফাতওয়াইল ইসলাম সুওয়াল ও জওয়াব, ফাতুওয়া নং৭৩০০৩, পৃ.৫৯২০।

فأجاب رحمه الله تعالى : ( الاحتفال بعيد الْحُبِّ لا يجوز لوجوه :

الأول : أنه عيدٌ بدعيٌّ لا أساسَ له في الشريعة .

الثاني : أنه يدعو إلى العشق والغرام .

الثالث : أنه يدعو إلى اشتغال القلب بمثل هذه الأمور التافهة المخالفة لهدي السلف الصالح رضي الله عنهم .

فلا يَحِلُّ أنْ يُحدَثَ في هذا اليوم شيء من شعائر العيد سواء كان في المآكل ، أو المشارب ، أو الملابس ، أو التهادي ، أو غير ذلك .وعلى المسلم أن يكون عزيزاً بدينه , وأن لا يكون إِمَّعَةً يَتَّبِعُ كلَّ ناعقٍ .أسأل الله تعالى أن يُعيذ المسلمين من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وأن يتولانا بتوليه وتوفيقه . كتبه محمد الصالح العثيمين في ١٤٢٠/١١/٥هـ ) (٢) .

## সমাপনী

''কিশোর তোমার হৃদয়খানা
তুমি কাউকে দিওনা।
তাতে তোমার জ্বলবে হৃদয়
পুড়ে যাবে ডানা।
ভালোবাসা যে ভাল নয়
তাইতো করি মানা।''

পরিশেষে বলব, যখন এ পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক মানুষ না খেয়ে থাকে, যখন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাণ্ডারী শিশুরা ক্ষুধায়, অপুষ্টিতে ভুগে মারা যায়? তখন আমরা অবৈধ বিনোদনের নামে এ সমস্ত নোংরা অনুষ্ঠান বিশেষ করে ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১লা বৈশাখ, ২১ শে ফেব্রুয়ারী, ২৬ শে মার্চ, ১৫ই আগষ্ট, ১৬ই ডিসেম্বরসহ বহু অপসংস্কৃতির চর্চা করে অযস্র অর্থ নষ্ট করি কোন মানবিকতায়? অতএব যেকোন মূল্যে এসমস্ত অপসংস্কৃতির বেড়াজাল থেকে মুক্ত হওয়া আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের এ সমস্ত নসীহতগুলো মেনে চলার তাওফীক ও সুমতি দান করুন। আমিন!

## তথ্যসুত্র


- আল-কুরআনল কারীম
- মাকতাবাতুশ শামেলা
- সহীহুল বুখারী
- সহীহ মুসলিম
- সুনান আবু দাউদ
- সুনান আন-নাসাঈ
- জামে' আত-তিরমিযী
- সুনান ইবনে মাজাহ
- সুনান আদ-দারেমী
- মিশকাতুল মাসাবীহ
- খুতবাতুল ইসলাম - ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)
- মাসিক আত-তাহরীক - ফেব্রুয়ারী ২০১৩ইং
- ভ্যালেন্টাইন ডে (পাণ্ডুলিপি)
- আরিফুল ইসলাম।
- বিশ্ব ভালোবাসা দিবস: পেছন ফিরে দেখা- আলী হাসান তৈয়ব
- এ যে ভালোবাসা নয়; বিপদ ডেকে আনা! - আলী হাসান তৈয়ব
  অনুবাদ : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া-
- ভালোবাসা দিবস সম্পর্কে শাইখ মুহাম্মাদ
- ইবন সালেহ আল-উসাইমীনের ফতোয়া
- কীভাবে আমরা রাসূলুল্লাহ (স.) কে ভালোবাসব? - মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
- শিশুদের প্রতি রাসূল (স.) এর ভালোবাসা - মনির হোসেন হেলালী
- ভ্যালেনটাইন ডে - লেখক : সানাউল্লাহ নজির আহমদ
- ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস- লেখক: আ.স.ম শোয়াইব আহমাদ (পিএইচ.ডি)